ভূমিকা

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০০০-২০০১ ও তাহার পুর্ববর্তী (স্বাধীনতা-উত্তরকালের) নিরীক্ষা বৎসরসমুহের হিসাব, আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুতর অনিয়ম ও ক্ষয়ক্ষতি প্রভৃতির উপর ভিত্তি করিয়া এই অডিট রিপোর্ট প্রণীত হইয়াছে। এই রিপোর্টটি মূলতঃ ২০০০-২০০১ সালের হইলেও রিপোর্টটিতে ২০০০-২০০১ সালের ৪৩টি, ১৯৯৯-২০০১ সালের ৮টি, এবং ১৯৯৯-২০০০ সালের ৩টি মোট ৫৪টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কিত অডিট আপত্তির মধ্যে ১৯টি আপত্তিকে একীভূত করিয়া ৪টি খসড়া অনুচ্ছেদ এবং ৩৫টি স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ অর্থাৎ মোট ৪+৩৫ = ৩৯টি খসড়া অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, উত্থাপিত আপত্তির উপর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জবাব প্রাপ্তিতে বিলম্বের কারণেই নিরীক্ষার ফলাফল প্রক্রিয়াকরণে বিলম্ব হইয়াছে।

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮(১) অনুচ্ছেদ এবং ১৯৭৪ সালের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আইন (১৯৭৫ সালের ১৪ নম্বর সংশোধিত আইনসহ পঠিতব্য)-এর বিধান অনুযায়ী সরকার ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমুহের হিসাব নিরীক্ষার দায়িত্ব বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের উপর ন্যস্ত করা হয়।

৩। স্থানীয় পরিদর্শনে ও নিরীক্ষায় যেসব আর্থিক অনিয়মকে গুরুতর বিবেচনা করিয়া পরিদর্শন প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেই বিষয়কে সরকার ও মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মধ্যে বিদ্যমান প্রথা অনুযায়ী নিরীক্ষাধীন কার্যালয়, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ এমনকি "প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার" হিসাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবের সহিত বিভিন্ন পর্যায়ে ও উপায়ে যোগাযোগের মাধ্যমে নিস্পত্তির প্রচেষ্টা চালানোর পরও যে সকল আর্থিক অনিয়মের ব্যাপারে সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায় নাই, সেই সকল বিষয় এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৪। এই রিপোর্টে তিনটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে ৩৯টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আর্থিক হিসাব ও স্থিতিপত্রসমুহের উপর সাধারণ নিরীক্ষা মন্তব্য অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬-৯৭ ও তৎপরবর্তী সালের আর্থিক বিবরণী সরবরাহ না করায় উহার ফলাফলের উপর কোন নিরীক্ষা মন্তব্য প্রদান করা হয় নাই। তৃতীয় অধ্যায়ে অমীমাংসিত অডিট আপত্তি, অডিট আপত্তির ফলে আদায়কৃত/ সমন্বয়কৃত অর্থ, ইত্যাদি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ২টি প্রতিষ্ঠানের ২০০১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত১৪,০৬৪টি অডিট আপত্তি অমীমাংসিত রহিয়াছে।

৫। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নম্বর অনুচ্ছেদএবং ১৯৭৪ সালের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আইনের ৫ ও ৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী এই রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়া মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইল।